সুখেন দাসের ছবি

জীবন স্মরণ

সুর
অজয় দাস

বিশ্ব পরিবেশনা
শংকর পিকচার

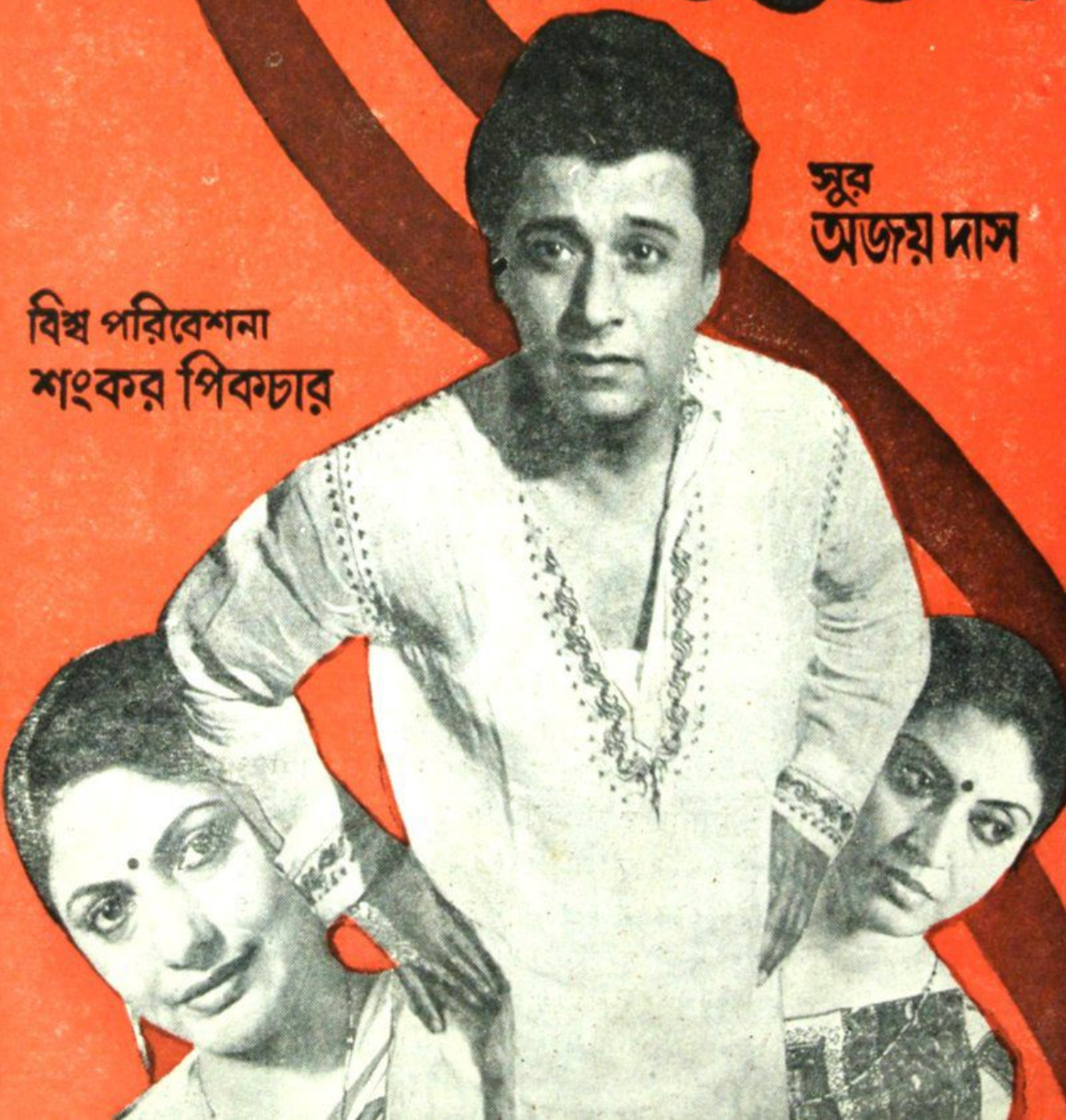

সার্প ফিল্মস্-এর প্রথম নিবেদন

সুখেন দাসের ছবি

প্রযোজনা ঃ রজত দাস/পিয়া দাস

পরিচালনা/কাহিনী/চিত্রনাট্য/সংলাপ—সুখেন দাস

সঙ্গীত পরিচালনায় : অজয় দাস, সম্পাদনা:রমেন ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা : সূর্য চ্যাটার্জী। প্রধান সহকারী পরিচালনা : সুধীর চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ সহকারী পরিচালক : তপন চট্টোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা : বিজয় দে। চিত্রগ্রহণ : জয় মিত্র। ব্যবস্থাপনা : পাঁচুগোপাল দাস। প্রধান সহকারী সম্পাদক : শেখর চন্দ। প্রধান কর্মসচীব : সুখেন চক্রবর্তী। প্রধান কর্মসচিব সহযোগিতায় : রজত দাস। রূপসজ্জা : পাঁচু দাস/মনোতোষ রায়। সাজসজ্জা : নিমাই দাস। প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক। প্রাথমিক প্রচার : তপন রায়। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিখন : নিতাইবাবু।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনা : সমীর চক্রবর্তী। সঙ্গীত : ওয়াই, এস, মুলকী, সমীর খাসনবীস, খোকন চৌধুরী। শব্দগ্রহণ : বিনোদ ভৌমিক। সম্পাদনা : শ্যামল দাস। রূপসজ্জা : সুশান্ত দাস। শব্দগ্রহণ : রঞ্জিৎ দত্ত। সম্পাদনা : বাবলু। শিল্প নির্দেশনা অনিল পাইন, লক্ষ্মণ। চিত্রগ্রহণ : জনক ঘোষ, নরু। সাজসজ্জা : বিষ্টু দাস। আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম, ব্রজেন, বেণু, অনিল, মঙ্গল, গোবিন্দ, মধু, সুনীল।

গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় দাস

নেপথ্য কণ্ঠে—কিশোরকুমার আশা ভোঁসলে মান্না দে শ্যামল মিত্র পরিমল ভট্টাচার্য অজয় দাস ও অমিত কুমার

আর পি শর্মা কর্তৃক বম্বে ল্যাবরেটরীতে চারটি সঙ্গীত গৃহীত। টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে মহেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক আবহসঙ্গীত গৃহীত। এন এফ ডিসিতে শব্দ পুনর্যোজনা। শব্দ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় (সিনীয়র রেকর্ডিষ্ট) এ কে মুখোপাধ্যায় (রেকর্ডিষ্ট)

কাহিনী

ভগবান দত্ত সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী শংকর গ্রামের মাঝি। ঐ গ্রামেরই ছেলে গৌরাঙ্গের সঙ্গে কলকাতায় এসে সে তার সুরেলা কণ্ঠের গান শুনিয়ে গীতিকার, সুরকার ক্যানসার রোগাক্রান্ত অমরকে মুগ্ধ করে।

বান্টি অমরের পালিতা বোন যার উপর পাড়ার মস্তান ছেলে ফটিকের নজর ছিল। ডাক্তারবাবু অমরের বন্ধু—সে জানে অমর আর খুব বেশী হলে এক বৎসর বাঁচবে। মায়া ও তার বাবা শ্যামসুন্দরবাবু অমরের বাড়ীর ভাড়াটিয়া। মায়া অমরকে ভালবাসে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। মায়া, গৌরাঙ্গ, ডাক্তারবাবু, শংকর, বান্টি এরা সবাই যখন অমরের রোগের কথা শুনে ব্যথিত, চিন্তিত তখন অমর সব জেনেও সবাইকে নিয়ে হই-হুল্লোর করে দিন কাটাতে চায়—সবাইকে হাসাতে চায় বলে আমি তোমাদের সবাইকে হাসাতে চাই, তোমরা কাঁদতে চাও কেন ?

অমরের ইচ্ছা শংকর তার লেখা গান ও সুরে গান গেয়ে খুব নাম করুক এবং তাকে অমর করে রাখুক।

শংকর আর বান্টির মন দেওয়া নেওয়া পর্ব সবে শুরু হয়েছে সেই সময় ফটিকের চক্রান্তে দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিল। শংকর বান্টির ও অমরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং বিখ্যাত গায়িকা ভারতী ব্যানার্জীর সহযোগিতায় অমরের লেখা ও সুরে গান গেয়ে একদিন বিখ্যাত গায়ক বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঘটনাচক্রে ফটিকের চক্রান্তের কথা ফাঁস হয়ে যায়, অমর তখন মৃত্যুশয্যায়। বান্টি ছুটে যায় শংকরকে ডাকতে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে শংকর তখন এক মটর দুর্ঘটনায় বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তবু সে ছুটে যায় অমরের কাছে ভুলের ক্ষমা চাইতে। অমর কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শুয়েও বিশ্বাস করতে পারে না যে শংকর আর তার লেখা গান গাইতে পারবে না—বলে "তোকে গান গাইতেই হবে—শংকর আমি যে তোর গানের মধ্যেই অমর হয়ে থাকবো।"

সত্যিই কি শংকর আর গান গাইতে পেরেছে ? পেরেছে কি অমরকে অমর করে রাখতে ?

এর উত্তর পাওয়া যাবে পর্দায়—"জীবন-মরণে"

গান—(১)

কণ্ঠ—মান্না দে গীতিকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়

না যেওনা
ছেড়ে যেও না
তোমার খেয়া কেঁদে পিছু ডাকে
ছেড়ে যেওনা যেওনা।
বৈঠা হাতে তরী বেয়ে
গাইতে যখন গান
আমার স্নেহের টানে নদী
পেত নতুন প্রাণ
সুজনরে এ এ.....
আমার বুকের কান্না কি ওই
বুকে বাজে না
ছেড়ে যেওনা ছেড়ে যেওনা ছেড়ে যেওনা
আমার কোলে মাথা দিয়ে
নিদ্রা যেতে তুমি
দোলন দিয়ে ঘুম পাড়াতাম
আমি মা জননী সন্তানরে....এ....এ
মায়ের ব্যথায় নয়ন কি তোর
জলে ভাসে না।

গান—(২)

কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র গীতিকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়

আমার এ প্রাণ হলো
অনেক অনেক নীল স্বপ্নতে উজ্জ্বল
আমার এ মন হলো
প্রাণের আবেগে অকারণে চঞ্চল।
আমিও গাইবো গান
শুনবে ফুল আর পাখী
দুলবে যে চৈতালী
ভরে যাবে বৈশাখী।
শুনবে নীল নীল আকাশ
শুনবে এ বাতাস
আসবে কবে সে সুদিন
কাঁপবে ভরা নদী জল।
আমিও গাইবো গান
শুনবে সারাটি ভুবন
আলোতে আলো হয়ে
সাজবে ঐ সে গগন।
এই গান এই প্রিয় সুর
গান্ হবে কত বন্ধুর
আসবে কবে সে সুদিন
ফুটবে কত শতদল।

গান—(৩)

কণ্ঠ—কিশোরকুমার গীতিকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়ে

কি উপহার সাজিয়ে দেবো
গান আছে তাই শুনিয়ে যাবো
অনন্ত আমার এ গান
দূরন্ত আমার এ প্রাণ
এই তো উপহার।
ওই আকাশে সূর্য্য তারায়
ছড়ানো আমার এ গান
ওই বাতাসে যাওয়া আসা
জড়ানো আমার এ গান।
সুর আমার সবুজ পাতায়
ফুলেরই বাহার
বন্ধুজনের ভালোবাসায়
ভরানো আমার এ গান।
স্বপ্ন ভরা চোখের তারায়
ঝড়ানো আমার এ গান
সুর আমার পরশমণি প্রাণেতে সবার
এই তো উপহার।

গান—(৪)

কণ্ঠ—পরিমল ভট্টাচার্য্য গীতিকার—অজয় দাস

কেন এই সাঁঝে রাত নামলো
আশা নেই বাতাসে
ভাষা নেই আকাশে
কোথা গিয়ে চাঁদ যেন থামলো।

গান—(৫)

কণ্ঠ—অমিতকুমার গীতিকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়

কত আশা নিয়ে এসেছি
পৃথিবীর পথের টানে
ঠিকানা পাবো কিনা তার
কে জানে কে জানে।
তোমরাই পারো জানি খুঁজে দিতে পথ
কোনখানে আছে সেই আমার জগৎ।
জানি না আমার এ গান
আলোর আকাশ হতে
পারবে কি না সেখানে
কে জানে কে জানে।
তোমরা পাও যদি এতটুকু সুখ
সে সুখের আনন্দে ভরে যাবে বুক
সেদিনও অমর হয়ে একটি গানের বীণা
বাজবে আমার এ প্রাণে
এইখানে এইখানে।

গান—(৬)

কণ্ঠ—কিশোরকুমার গীতাকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়

আমার এ কণ্ঠ ভরে
বাজে গো যে সুর বাহার
সবই যে তোমারই গান
যত সুর সবই তোমার
যত গান সবই তোমার।
নিজেকে লুকিয়ে রেখে
নয়নের আড়ালে থেকে
তুমি যে মৌন মনে
এনে দাও ক্ষণে ক্ষণে
ভাষা আর সুরেরই জোয়ার,
যত গান·····সুর সবই তোমার।
থাক না যতই সুদূরে
রেখেছি মনের গভীরে
তুমি যে আলোর ছোঁয়ায়
ভেঙ্গে দাও আমার হিয়ার
আঁধারের বন্ধ দুয়ার
যত সুর·····গান সবই তোমার।

এই গানটি আশা ভোঁসলে ও অজয় দাসও গেয়েছেন

গান—(৭)

কণ্ঠ—কিশোরকুমার গীতিকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়

ওপারে থাকবো আমি
তুমি রইবে এ পারে
শুধু আমার দুচোখ ভরে
দেখবো তোমারে।
পরবে যখন মালা আর চন্দন
ওই রাঙ্গা চেলী আর ফুল রাখী বন্ধন
মিলন রাতের প্রদীপ হয়ে আমি
জ্বলবো বাসরে।
মন্ত্রে যখন এক হবে দুটি মন
এক শুভ দৃষ্টিতে মিলে যাবে দুনয়ন
ভালোবাসার আবেশ হয়ে আমি
থাকবো অন্তরে।
ফুটবে যখন চৈত্র দিনের ফুল
আর সোহাগের নদী ভেঙ্গে যাবে দুকুল
তখন আমি গানের পাখী হব
দূর আকাশ পারে।

রূপায়ণে—সুমিত্রা মুখার্জী, অনুপকুমার, জয় ব্যানার্জী ও নবাগতা পিউ রায় চৌধুরী বিকাশ রায়, রবি ঘোষ, শকুন্তলা বরুয়া, স্বরূপ দত্ত, রজত দাস, অচীন, মৃণাল মুখার্জী, আনন্দ, সমরেন্দ্র, পরিমল, অতন্দ্র, বিশ্বনাথ, রামকৃষ্ণ, রবীন, হাসি, মানু, ডাঃ এস পি ঘোষ, প্রসেনজিৎ (অতিথিশিল্পী) ও সুধেন দাস।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার- সোমনাথ পাল, শংকর ঘোষ, গোবিন্দ রায়, প্রীতিরঞ্জন মজুমদার, স্বরাজ ভট্টাচার্য, ডাঃ সন্তোষ গুপ্ত, কল্যাণ মুখার্জী, ডঃ অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস, মানস মুখার্জী, অনিল দাস, (কঃ রা প স) কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা, দীনেশ রায়, (আপ্যায়ণ)।

বিশ্ব পরিবেশনা—শঙ্কর পিকচার্স

আসন্ন মুক্তির প্রতীক্ষায়

সুর—অজয় দাস

নেপথ্য কণ্ঠে—কিশোর ★ অভিজিৎ ★ মান্না ★ আরতি

পরিবেশনায়—মামনি পিকচার্স ৬২, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলি-৬৯, ২৩-৮৫৬৬, ২৫-১৬৬৭

বুকিং এজেন্ট—শংকর পিকচার্স ৪৫, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রচারিত ও কনলা আর্ট প্রিন্টার্স, কলি-৪ হইতে মুদ্রিত।